

নৈতিকতা কমিটির ৩য় সভা
সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ : ০৪/০৪/২০২১ খ্রিঃ
সময় : ৩.০০ ঘটিকা
স্থান : সভাকক্ষ, আইন ও বিচার বিভাগ।
আয়োজনে : নৈতিকতা কমিটি, আইন ও বিচার বিভাগ।

আজ ০৪/০৪/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের সভা কক্ষে এ বিভাগের নৈতিকতার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় সচিব মহোদয় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। নৈতিকতা কমিটির সদস্যগণসহ এ বিভাগের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে জনাব উম্মে কুলসুম, নৈতিকতা কমিটির বিগত ত্রৈমাসিকে গৃহিত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেন। অতঃপর এ বিভাগের কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত সকল লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিগত ০৯(নয়) মাসের অর্জন এবং এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

২য় ত্রৈমাসিকের গৃহিত সিদ্ধান্তের বিপরীতে নিম্নরূপ বাস্তবায়ন অগ্রগতি হয়েছে :

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি প্রতিবেদন	বাস্তবায়ন
১।	প্রকল্পের পরিদর্শন শেষে বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।	ইতোমধ্যে দুটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	পরিকল্পনা ইউনিট
২।	সকল কর্মকর্তার যোগাযোগের তথ্য সংযোজনক্রমে ওয়েবসাইট হালনাগাদ করতে হবে।	ইতোমধ্যে নতুনভাবে এ বিভাগে যোগদান করা কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।	সিনিয়র সহকারী সচিব (বিচার-৫ ও ৮)
৩।	যথাযথভাবে সকল শাখার নথির শ্রেণীবিন্যাস ও বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা তৈরী করতে হবে।	ইতোমধ্যে সকল শাখায় সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী যথাযথভাবে নথির শ্রেণী বিন্যাসক্রমে বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। স্ব স্ব শাখার কর্মকর্তাগণ বিষয়টি পরিবীক্ষণ করে প্রতিবেদন দাখিল করছে।	সকল সিনিয়র সহকারী সচিববৃন্দ
৪।	এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সুশাসন ও চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ যথা সময়ে প্রদান করতে হবে।	এই ত্রৈমাসিকে ৪৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২)
৫।	শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য কমিটি গঠন করতে হবে।	কমিটি গঠিত হয়েছে। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।	নৈতিকতা কমিটি

সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাগণের অবগতি ও প্রয়োজনীয় করণীয় নির্ধারণের জন্য এ বিভাগের কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ তুলে ধরেন :

১। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইতোমধ্যে কুমিল্লা, নরসিংদী ও যশোর জেলায় অংশীজনদের অংশগ্রহণে সভা হয়েছে।

২। এ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে ইতোমধ্যে চাকরী এবং সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ মোট ১০৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রদান করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

৩। ইতোমধ্যে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক বিভিন্ন আইন ও বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। যার মধ্যে বার-কাউন্সিলের সনদ পরীক্ষার বিধিমালা এবং সিভিল কোর্টস্ এ্যাক্ট সংশোধনী এবং আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার আইন অন্যতম। এ বিভাগের সংশোধনযোগ্য অপর আইন/বিধিমালাসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এ বিভাগ হতে প্রস্তুতকৃত খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।

৪। আইন ও বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে সেবা বক্সসমূহ হালনাগাদ রাখা একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া, যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৫। এ বিভাগের দুটি প্রকল্প চালু রয়েছে, যার ক্রয় পরিকল্পনা গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণের পর ইতোমধ্যে ৪টি পরিদর্শন রিপোর্ট ইতোমধ্যে নৈতিকতা কমিটির কাছে প্রদান করা হয়েছে।

৬। ইতোমধ্যে ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয়কৃত দ্রব্যাদির তালিকা যথাসময়ে নৈতিকতা কমিটির কাছে প্রেরণের জন্য উপ-সচিব (প্রশাসন-২) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৭। এ বিভাগের সিটিজেন চার্টার যথারীতি হালনাগাদ রাখার বিষয়টিতে সংশ্লিষ্ট সকলের ভূমিকা রয়েছে। পাশাপাশি নাগরিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধন অধিদপ্তর এবং জাতীয় আইনগত প্রদান সংস্থা তাদের সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ রাখতে হবে। যাতে সেবা গ্রহিতাগণ সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য, ফরমস্ ও যোগাযোগের লিংকসমূহ অবগত হতে পারেন।

৮। এ বিভাগের প্রতিটি শাখা সচিবালয় নির্দেশাবলী অনুযায়ী যথারীতি পরিদর্শন করা আবশ্যিক। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন সুপারিশসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা, তা সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে পরিবীক্ষণ করতে হবে। তাছাড়া, প্রতিটি নথি খোলার সময় সে নথির শ্রেণীকরণ করে তা নথির শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত রেজিস্ট্রারে তালিকাভুক্ত করা আবশ্যিক। সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী প্রত্যেক শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগের নথি শ্রেণীবিন্যাস করা হচ্ছে কিনা, পরিদর্শনকালে এ বিষয়টিও দেখতে হবে। শ্রেণীবিন্যাসকৃত নথি যথা নিয়মে বিনষ্টিকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৯। ইতোমধ্যে বিচারপ্রার্থী জনগণের জন্য এ বিভাগের উদ্যোগে তথ্য প্রদান সংক্রান্ত ডেক্স স্থাপন করা হয়েছে, যা আশাব্যঞ্জক। এ বিভাগের শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম যথারীতি সম্পন্ন করতে হবে।

১০। কোভিড মহামারী সংক্রান্ত বিশেষ অবস্থায় এ বিভাগের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৯০জন বিচারককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, কর্মপরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে কিভাবে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা যায়, এ বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী ত্রৈমাসিকে এ সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজনের জন্য যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১১। শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ সর্বোচ্চ নৈতিকতার মানদণ্ড বজায় রেখে ব্যয় করার জন্য সবার সহযোগীতা কামনা করা হচ্ছে।

১২। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে যথাযথভাবে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ এবং আওতাধীন দপ্তর সংস্থার কর্মপরিকল্পনার উপর ফিডব্যাক প্রদান করার বিষয়ে আন্তরিক হবেন- এটি আমার প্রত্যাশা।

১৩। নৈতিকতা কমিটির সভায় আলোচিত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য যে সকল ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের প্রত্যেকের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমেই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

সভাপতি এ প্রসঙ্গে পরিদর্শন রিপোর্ট প্রণয়ন এবং পরিদর্শনকালে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূরীকরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেন।

সভায় উপস্থিত যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-১), তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, প্রত্যেক শাখা তাদের নথি সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস এবং ব্যবস্থাপনা করতে হবে। নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নথি ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা যেতে পারে। তাছাড়া, শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত কর্মকৌশল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট শাখা ও অনুবিভাগকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা যেতে পারে।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডের প্রত্যেক স্তরে প্রতিটি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত সেবামুখী প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। এ বিভাগের শুদ্ধাচার কর্মকৌশল সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের নৈতিকতা ও সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য সবাই একযোগে কাজ করবে মর্মে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি। অতঃপর তিনি কোভিড মহামারীর এ দুঃসময়ে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কর্তব্য পালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় আলোচিত বিষয় হতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

- ১। নিয়মিত প্রত্যেক শাখা পরিদর্শন করে সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী সিনিয়র সহকারী সচিবগণ প্রতিবেদন দাখিল করবেন।
- ২। সকল কর্মকর্তার যোগাযোগের তথ্য সংযোজনক্রমে ওয়েবসাইট হালনাগাদ করতে হবে।
- ৩। যথাযথভাবে সকল শাখার নথির শ্রেণীবিন্যাস ও বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা তৈরী করতে হবে।
- ৪। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি যথাযথভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে উক্ত পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
- ৫। নৈতিকতা কমিটি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদনের বিষয়ে যথারীতি ভিডিও প্রদান করবেন।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(মোঃ গোলাম সারওয়ার)
সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ।